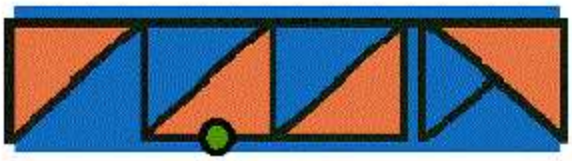

সংখ্যা : ৬৭

বাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবং সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব

দেবদত্ত জোয়ারদার

(তৃতীয় অংশ)

রূপধ্বনিগত সমীক্ষা

৪. ধাতুর শ্রেণি: গণ

৪.১ এখন যদি √কর্ ধাতুর সব রূপগুলো প্রতিটি কালে ও প্রতিটি পুরুষে আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে এইরকম একটা চিত্র পাব। সাধু ও চলিত দুই রীতিরই রূপগুলো দেওয়া গেল। যেখানে যেখানে উচ্চারণে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত সেখানে চৌকো বন্ধনীর মধ্যে পরিবর্তিত ধ্বনি [কো] নির্দেশ করা হল। এই সারণিটি যথাস্থানে আবার কাজে লাগবে।

সারণি ৪ক

	উত্তম পুরুষ (আমি/আমরা)	মধ্যম পুরুষ (তুমি/তোমরা)	মধ্যম পুরুষ (তুই/তোরা)	মধ্যম পুরুষ (আপনি/আপনারা)	প্রথম পুরুষ (সে/তাহারা/তারা)	প্রথম পুরুষ (তিনি/তাঁহারা/তাঁরা)
	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু
	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত
সাধারণ বর্তমান	করি [কো]	কর	করিস [কো]	করেন	করে	করেন
	করি [কো]	কর	করিস [কো]	করেন	করে	করেন
ঘটমান বর্তমান	করিতেছি [কো]	করিতেছ [কো]	করিতেছিস [কো]	করিতেছেন [কো]	করিতেছে [কো]	করিতেছেন [কো]
	করছি [কো]	করছ [কো]	করছিস [কো]	করছেন [কো]	করছে [কো]	করছেন [কো]
পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছি [কো]	করিয়াছ [কো]	করিয়াছিস [কো]	করিয়াছেন [কো]	করিয়াছে [কো]	করিয়াছেন [কো]
	করেছি [কো]	করেছ [কো]	করেছিস [কো]	করেছেন [কো]	করেছে [কো]	করেছেন [কো]

সাধারণ অতীত	করিলাম [কো]	করিলে [কো]	করিলি [কো]	করিলেন [কো]	করিল [কো]	করিলেন [কো]
	করলাম [কো]	করলে [কো]	করলি [কো]	করলেন [কো]	করল [কো]	করলেন [কো]
ঘটমান অতীত	করিতেছিলাম [কো]	করিতেছিলে [কো]	করিতেছিলি [কো]	করিতেছিলেন [কো]	করিতেছিল [কো]	করিতেছিলেন [কো]
	করছিলাম [কো]	করছিলে [কো]	করছিলি [কো]	করছিলেন [কো]	করছিল [কো]	করছিলেন [কো]
পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিলাম [কো]	করিয়াছিলে [কো]	করিয়াছিলি(স) [কো]	করিয়াছিলেন [কো]	করিয়াছিল [কো]	করিয়াছিলেন [কো]
	করেছিলাম [কো]	করেছিলে [কো]	করেছিলি(স) [কো]	করেছিলেন [কো]	করেছিল [কো]	করেছিলেন [কো]
নিত্যবৃত্ত অতীত	করিতাম [কো]	করিতে [কো]	করিতি(স) [কো]	করিতেন [কো]	করিত [কো]	করিতেন [কো]
	করতাম [কো]	করতে [কো]	করতি(স) [কো]	করতেন [কো]	করত [কো]	করতেন [কো]
ভবিষ্যৎ	করিব [কো]	করিবে [কো]	করিবি [কো]	করিবেন [কো]	করিবে [কো]	করিবেন [কো]
	করব [কো]	করবে [কো]	করবি [কো]	করবেন [কো]	করবে [কো]	করবেন [কো]
বর্তমান অনুজ্ঞা		করো	কর্	করুন [কো]	করুক [কো]	
		করো	কর্	করুন [কো]	করুক [কো]	
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা		করিয়ো [কো]	করিস [কো]	করিবেন [কো]		
		কোরো [কো]	করিস [কো]	করবেন [কো]		
অসমাপিকা	করিতে (সাধু) / করতে (চলিত), করিয়া (সাধু) / করে (চলিত), করিলে (সাধু) / করলে (চলিত) / উচ্চারণ সর্বত্র [কো]					

আমরা ওপরে √কর্ ধাতুর সব রূপগুলি দেখলাম, বিভিন্ন কালে পুরুষে ও বচনে। (যদিও দেখা গেল বচনভেদে বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদের রূপের কোনো পার্থক্য হয় না।)

এই পদ্ধতিতে আমরা যদি চলি, চলছি, চলছিল ইত্যাদি অন্য একটা ক্রিয়ার রূপগুলো দেখি ও বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে ধাতুমূলটি সেখানে √চল্ এবং তার রূপগুলি ও উচ্চারণ √কর্ ধাতুরই মতো। উচ্চারণ বলতে এখানে স্বরধ্বনির সংস্থানের কথা বলা হচ্ছে – যথা, /ও/-/ই/: কো-রি ≡ চো-লি। এইভাবে বলি, চড়ি, নড়ি ইত্যাদি থেকে অন্যান্য ধাতুকে (√বল্, √চড়্, √নড়্) শনাক্ত করা যেতে পারে যাদের বিভিন্ন কাল ও পুরুষের রূপগুলোও √কর্ ধাতুর সেই সেই কাল ও পুরুষেরই মতো (যেমন, করছিলাম, চলছিলাম, বলছিলাম, চড়ছিলাম, নড়ছিলাম)। এখানে লক্ষ করতে পারি যে এই সব ধাতুর অন্তর্গত একটিই স্বরধ্বনি, সেটি /অ/। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে √কর্ ধাতু একটি বিশেষ শ্রেণির ধাতুর প্রতিনিধি।

কিন্তু আমরা যদি অন্য আরেকটা কাজের ক্রিয়াপদগুলি লক্ষ করি – যেমন, শুই, শোও, শোয় ইত্যাদি – তাহলে দেখব এখানে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে 'শু' কোনো কোনো রূপে 'শো' হয়ে গেল। এইভাবেই লক্ষ করি যে ঠিক একই রকম স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটছে ধুই, ধোও, ধোয় এই ক্রিয়াপদগুলোর মধ্যেও। অতএব, √শু-জাতীয় ধাতুগুলিকে আরেকটি বিশেষ শ্রেণি বলা যেতে পারে, এবং লক্ষ করা যেতে পারে যে এদের অন্তর্গত একমাত্র স্বরধ্বনিটি /উ/।

ধাতুর এই বিভিন্ন শ্রেণিগুলো স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষার যোগ্য। ব্যাকরণে ধাতুর এই শ্রেণিগুলির নাম দেওয়া হয়েছে **গণ**। (এই নামটি সংস্কৃত ব্যাকরণেও প্রচলিত।) শ্রেণিগুলি অবশ্যই ধ্বনিগত, এই কথার ওপর জোর দিতে চাই।

৪.২ এইরকম ২০টি গণে বাংলা ধাতুকে বিভক্ত করা যায়। অঞ্চলভেদে তাদের ক্রিয়াপদের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক রূপ [যেমন, করব (মান্য চলিত) = করুম (ঢাকা), করবাম (ময়মনসিংহ)]; যে যার আঞ্চলিক ভাষায় সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মান্য চলিত বাংলায় তার কিছু সুনির্দিষ্ট রূপ আছে, সেইগুলিই আমাদের নিরীক্ষ্য।

- গণ বিভাগ করব কী করে? - দেখা যায়, একেকটি ধাতুর অন্তর্গত স্বরধ্বনি কী কী সেই অনুযায়ী তার ক্রিয়াপদের উচ্চারণ ও রূপ তৈরি হয়। ধাতুর ভিতরে একটি বা একাধিক স্বর থাকতে পারে। ধাতু স্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত হতে পারে। এইসব অনুসারে বাংলা ধাতুর গণ নির্দিষ্ট হয়। মূল শ্রেণিগুলো এইরকম –
  একটি স্বরবর্ণ – (১) একমাত্রিক স্বরান্ত ধাতু, (২) একমাত্রিক ব্যঞ্জনান্ত ধাতু;
  একাধিক স্বরবর্ণ – (৩) বহুমাত্রিক ধাতু, সর্বদাই স্বরান্ত (কাব্যিক প্রয়োগে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে)।
- ধাতুর অন্তর্গত ব্যঞ্জন বা পূর্ণোচ্চারিত স্বরধ্বনিকে যদি ব-অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহলে একমাত্রিক/বহুমাত্রিক, স্বরান্ত/ব্যঞ্জনান্ত ইত্যাদি প্রভেদ ধরে বাংলাভাষার সমস্ত ধাতুকে নিম্নলিখিত গণগুলিতে ভাগ করা যাবে –

	সংকেতরূপ	গণ		সংকেতরূপ	গণ		সংকেতরূপ	গণ
১	ব	√হ-আদি	৮	বিব্	√লিখ্-আদি	১৫	বোবা	√ধোয়া-আদি
২	বব্/বব্ব/ব্বব্	√কর্-আদি	৯	বু	√শু-আদি	১৬	বৌবা	√দৌড়া-আদি
৩	বহ্	√কহ্-আদি	১০	বুব্	√শুন্-আদি	১৭	বব্বা/বাব্বা/বেব্বা	√চটকা-আদি
৪	বা	√খা-আদি	১১	বেব্	√খেল্-আদি	১৮	বিব্বা	√বিগড়া-আদি
৫	বাব্	√কাট্-আদি	১২	ববা/বাবা/বেবা/বহা/বাহা	√করা-আদি	১৯	বুব্বা	√উলটা-আদি
৬	বাহ্	√গাহ্-আদি	১৩	বিবা	√ফিরা-আদি	২০	বোব্বা	√কোঁচকা-আদি
৭	বি	√দি-আদি	১৪	বুবা	√ঘুরা-আদি			

‘প্রেক্ষাপট’-এই বলা হয়েছে রাজশেখর বসুর অবদানের কথা। বিব্ বুব্ ইত্যাদি বীজগাণিতিক আকৃতির সাংকেতিক প্রকরণের জন্য বাংলা ব্যাকরণ রাজশেখর বসুর কাছে ঋণী। অন্য প্রকরণও অবলম্বন করা যায়, যেমন পবিত্র সরকার তাঁর ‘বাংলা একশাব্দিক ক্রিয়া’[i] নিবন্ধে করেছেন। সেখানে C = consonant ও V = vowel ধরে নিয়ে বাব্-কে লেখা হবে (C)VC, ইত্যাদি। বন্ধনীভুক্ত C–এর অর্থ এই যে আদ্য ব্যঞ্জনটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে (যেমন, √আন্, √আস্) কিন্তু V বা স্বরধ্বনিটি থাকবেই। রাজশেখরের প্রকরণে সুবিধা এই যে C/V যেকোনো ক্ষেত্রেই চিহ্নটি ব। তদুপরি, এই সংকেতরূপ যেন পাণিনীয় ব্যাকরণের সংকেতবর্ণ ব্যবহারের রীতির অনুগামী।

৫. লক্ষ্য

আমাদের লক্ষ্য রূপধ্বনিগত যাবতীয় দিকের বিশ্লেষণ ও বিবৃতি। অতএব, আমাদের কাজ হবে -

- (১) গণগুলিকে নির্ণয় করা ও প্রতিটি গণের অন্তর্ভুক্ত নানা ধাতু সন্ধান করা;
- (২) ধাতুমূলের বিভিন্ন ক্রিয়াপদগুলির ভিতরে কী কী ধ্বনি পরিবর্তন (phonological changes) ঘটে তার সন্ধান করা;
- (৩) দু’টি উপভাষার (সাধু ও চলিত) ক্রিয়াপদের মধ্যে ধ্বনিগত বিবর্তনের সম্পর্ক সন্ধান করা;
- (৪) ধাতুমূলের সঙ্গে যুক্ত অংশগুলোকে (morphemes) বিশ্লেষণ করা ও তাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা;
- (৫) ক্রিয়াপদের যথার্থ উচ্চারণ ও বানানের সূত্র নির্দেশ করা।

প্রতিটি গণ ধরে (১) থেকে (৫)-এর যদি আলোচনা করা যায় তার সম্ভাবনা অশেষ। বর্তমান নিবন্ধে আমরা কেবল তিনটি গণ অবলম্বন করে আলোচনা করব।

৬. ধাতু নির্ণয়: দ্বিতীয় স্তর

ধাতু নির্ণয়ের একেবারে প্রাথমিক স্তরের আলোচনা ৩-অধ্যায়ে করা হয়েছে। ৫-অধ্যায়ে প্রস্তাবিত সমীক্ষায় যাবার আগে ধাতু নির্ণয়ের দ্বিতীয় স্তরের জিজ্ঞাসায় আমরা প্রবেশ করব।

ধাতুমূলকে চিহ্নিত করা যাবে কী করে? খাই খাচ্ছি-র পাশাপাশি যেখানে খেয়েছিলাম খেতাম জাতীয় রূপভেদ (allomorph) বর্তমান সেখানে কোন্ ভূমি (stem) থেকে আমরা আরম্ভ করব?

বাংলা ধাতুমূলকে চিহ্নিত করার তিনটি পদ্ধতি বৈয়াকরণেরা বিভিন্ন সময় নির্দেশ করেছেন:

১. সাধারণ বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া থেকে বিভক্তি বাদ দিলে বাকি অংশটুকু ধাতু – করি = কর্ + ই → ধাতু √কর্; হই = হ + ই → ধাতু √হ; দেখাই = দেখা + ই → ধাতু √দেখা।

২. বর্তমান অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের (তুই/তোরা) ক্রিয়াপদের রূপটাই ধাতু – তুই কর্ → ধাতু √কর্; তুই হ → ধাতু √হ; তুই দেখা → ধাতু √দেখা।

৩. সাধারণ বর্তমান কালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া থেকে বিভক্তি বাদ দিলে বাকি অংশটুকু ধাতু - করে = কর্ + এ → ধাতু √কর্; হয় = হ + এ → ধাতু √হ; দেখায় = দেখা + এ → ধাতু √দেখা।

তিনটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। সুবিধার দিকটা হল, সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ ও বর্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ সাধু চলিতে সমান। তাই এই পদ্ধতিগুলো প্রত্যেকটিই সাধু-চলিত নিরপেক্ষ। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যদি ভেবে দেখি যে অন্য একটি পদ্ধতিও প্রস্তাব করা যেত – সেটি অসমাপিকা করিয়া/করে, দিয়া/দিয়ে, দেখিয়া/দেখে ইত্যাদি থেকে বিভক্তি ইয়া/এ ছেঁটে ফেলে ধাতু নির্দেশ করা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে করাইয়া/করিয়ে ইত্যাদি জোড়াগুলোর চলিত রূপটি করিয়ে থেকে কোনোভাবেই √করা ধাতুতে পৌঁছোনো সম্ভব হত না। তাই পদ্ধতির সাধু-চলিত নিরপেক্ষতা একটা জরুরি শর্ত।

অন্যদিকে লক্ষণীয় – ধাতুমূল চিহ্নিত করবার পদ্ধতি-২ ও পদ্ধতি-৩ ব্যবহার করলে গণগুলি একটু অন্যভাবে বিন্যস্ত হবে। তখন বি (√দি-আদি) স্থলে হবে বে (√দে-আদি), বিব্ (√লিখ্-আদি) স্থলে বেব্ (√লেখ্-আদি), বু (√শু-আদি) স্থলে বো (√শো-আদি), বুব্ (√শুন্-আদি) স্থলে বোব্ (√শোন্-আদি), বিবা (√ফিরা-আদি) স্থলে বেবা (√ফেরা-আদি), বুবা (√ঘুরা-আদি) স্থলে বোবা (√ঘোরা-আদি) হবে। *** এরপর, বেব্ (√খেল্-আদি) স্থলে ব্যাব্ (√খ্যাল্-আদি) বলতে হবে কারণ এখানে /অ্যা/-ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে খেলেন বানান লিখতে হবে খ্যালেন। এটা প্রচলিত বানানের বিরোধী। এটাকে এই প্রকরণের একটা সমস্যা বলা চলে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা শুধু প্রথম পদ্ধতিটিই ব্যবহার করে ধাতুমূল নির্দেশ করব।

৭. একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক: সিদ্ধ ও সাধিত ধাতু

ধাতুর একমাত্রিকতা ও বহুমাত্রিকতা একটি গুরুতর প্রসঙ্গ। এ শুধু মাত্রার পার্থক্য নয়, মাত্রাসংখ্যা ধাতুর একটা গভীর শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করে। একমাত্রিক ধাতুগুলো ভাষার মধ্যে অখণ্ড ভাবেই বিরাজ করে, তাদের আর বিশ্লেষ করা যায় না। অর্থাৎ এদের এই রূপেই আমরা প্রাপ্ত হয়েছি – এদের নাম **সিদ্ধ** ধাতু। বহুমাত্রিক ধাতুগুলোকে কিন্তু বিশ্লেষ করা যায় – তাদের ভাঙলে দেখা যায় তাদের মধ্যে আছে হয় একটি সিদ্ধ ধাতু আর নয়তো একটি নামপদ। যেমন, আমি শিশুটিকে চাঁদ দেখালাম – এখানে দেখালাম-এর অন্তর্গত √দেখা ধাতুকে ভাঙলে পাই √দেখ্ ধাতু ও আ-অংশটি, √দেখ্ + আ = √দেখা। আবার, সে লাফায় – এখানে লাফায়-এর √লাফা ধাতুর মধ্যে পাওয়া যায় নামপদ লাফ + আ। সিদ্ধ ধাতু ও নামপদের সঙ্গে অন্য অংশ জুড়ে যে ধাতু তৈরি হয় (যা সর্বদা বহুমাত্রিক) তার নাম **সাধিত** ধাতু। এই অন্য অংশটিকেও বিভক্তি বলা যায় (বিস্তার বিভক্তি), প্রত্যয় নয় (সংস্কৃতে এগুলি প্রত্যয়, নাম ধাতুবয়ব), সে আলোচনায় পরে আসব।

সাধিত ধাতু দুই প্রকার – (১) সিদ্ধ ধাতু + আ-বিভক্তি = **প্রযোজক** ধাতু (যথা, √করা, √দেখা, √শোনা)
(২) নামপদ (বিশেষ্য/বিশেষণ/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়) + আ-বিভক্তি = **নামধাতু** (√লতা, √ঘনা, √ছটফটা)

নিতান্ত গাঠনিক ও ধ্বনিগত পার্থক্য ছাড়াও সিদ্ধ ও সাধিত ধাতুর মধ্যে কার্যগত কিছু পার্থক্য আছে –

- সিদ্ধ ধাতু সর্বদা কর্তৃবাচক বা non-causative (কর্তা নিজেই কাজটা করলে সিদ্ধ ধাতুর প্রয়োগ)

- সিদ্ধ ধাতুর ক্রিয়া সর্বদা অকর্মক, অথবা যদি সকর্মক হয় তাহলে এককর্মক বা single-object verb (যেমন, আমি কাজ করি, আমি ভাত খাই ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় কর্ম বসানো অসম্ভব) – এবং কর্মটি সব ক্ষেত্রেই মুখ্য কর্ম
- সাধিত ধাতুর ক্রিয়া কখনও এককর্মক হতে পারে না – প্রযোজক ধাতুর ক্রিয়া দ্বিকর্মক হবে (যেমন, মা বাচ্চাকে ভাত খাওয়াচ্ছে। – সে গান শোনাচ্ছে জাতীয় বাক্যে 'কাকে শোনাচ্ছে'-বাচক কর্মটি বাগ্‌ধারাগত সারল্যের ফলে ঊহ্য মাত্র); নামধাতুর ক্রিয়া অকর্মক হবে (যেমন, আমি ঘুমাই)।

৮. সমাপিকা, অসমাপিকা

বাংলা ক্রিয়াপদের মধ্যে দু'টি রূপ সকলের পরিচিত – সমাপিকা (finite), অসমাপিকা (non-finite; এটা infinitive নয়)। ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ দ্বারা নানারকম কার্য সিদ্ধ হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল (অসমাপিকা + সমাপিকা) এই জোড় থেকে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি হওয়া। পরিচিত ব্যাকরণ পুস্তকের মধ্যে বামনদেব চক্রবর্তীর 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ'-এ অসমাপিকার বিভিন্ন কার্যের বিশদ বিবরণ আছে। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না, কেবল অসমাপিকাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে নিচ্ছি – (১) লক্ষ্যার্থক (করিতে/করতে), (২) পূর্বক্রিয়াসূচক (করিয়া/করে), (৩) সাপেক্ষ সংযোজক (করিলে/করলে)।

এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় কাজটা করা হল জাতীয় বাক্যের করা পদকে, কারণ সেটি সমাপিকা হল-র সঙ্গে মিলে করা হল এই যৌগিক পদটি তৈরি হয়েছে। অতএব, অসমাপিকার মধ্যে আরেকটি শ্রেণি – (৪) ক্রিয়াবিশেষ্য (করা)।

৯. একশাব্দিক ও বহুশাব্দিক ক্রিয়া

বাংলা ক্রিয়া যে সর্বদা একশাব্দিক বা monolexical এমন নয়। একশাব্দিক ক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি দল সৃষ্ট হতে পারে কোনো সিদ্ধ ধাতু থেকে, তারা **সিদ্ধ ক্রিয়া**। অন্যথা সাধিত ধাতু থেকে, তারা **সাধিত ক্রিয়া**।

বহুশাব্দিক ক্রিয়া দু'রকমের এবং এরা দ্বিপদ। এক, যেখানে নামপদ + সমাপিকা ক্রিয়া, যেমন সে জিজ্ঞেস করল – এরা **যুক্ত বা সংযোগমূলক ক্রিয়া**। দুই, যেখানে অসমাপিকা + সমাপিকা ক্রিয়া, যেমন চুকিয়ে দেব লেনাদেনা – সেগুলি **যৌগিক ক্রিয়া**। এক ধরনের ত্রিপদ ক্রিয়াও সম্ভব – যেমন, ছেলেটি বড়ো হয়ে গেল; এগুলি যুক্ত ক্রিয়া + সিদ্ধ/সাধিত ক্রিয়া।

ক্রিয়ার রূপধ্বনিগত বিচারে বহুশাব্দিক ক্রিয়ার খুব প্রয়োজন নেই। আমরা একশাব্দিকেই নজর রাখব।

১০. ধ্বনিতত্ত্ব (phonology): কয়েকটি ধাতু

এখন আমরা ধাতুরকয়েকটি গণ ধরে ধরে সাধু ও চলিত রীতিতে তাদের ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল ও পুরুষের রূপগুলো তালিকাবদ্ধ করব। এই আলোচনাটি দীর্ঘ ও কিছুটা একঘেয়ে হতে বাধ্য, কিন্তু রূপ ও ধ্বনি বিবর্তনের নানা রহস্য ভেদ করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় কী।

১০.১ একমাত্রিক ধাতু

১০.১.১ গণ ১ একমাত্রিক অ-কারান্ত (ব-গোত্রের) √হ-আদি ধাতু

নিচের সারণিতেও আগে প্রদর্শিত √কর্-ধাতুর মতো (সারণি ৪ক) ধ্বনি পরিবর্তনগুলি চৌকো বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হল।

সারণি ১০ক

	উত্তম পুরুষ (আমি/আমরা)	মধ্যম পুরুষ (তুমি/তোমরা)	মধ্যম পুরুষ (তুই/তোরা)	মধ্যম পুরুষ (আপনি/আপনারা)	প্রথম পুরুষ (সে/তাহারা/তারা)	প্রথম পুরুষ (তিনি/তাঁহারা/তাঁরা)
	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু
	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত	চলিত
সাধারণ বর্তমান	হই [হো]	হও	হইস [হো]	হয়েন / হন	হয়	হয়েন / হন
	হই [হো]	হও	হোস [হো]	হন	হয়	হন
ঘটমান বর্তমান	হইতেছি [হো]	হইতেছ [হো]	হইতেছিস [হো]	হইতেছেন [হো]	হইতেছে [হো]	হইতেছেন [হো]
	হচ্ছি [হো]	হচ্ছ [হো]	হচ্ছিস [হো]	হচ্ছেন [হো]	হচ্ছে [হো]	হচ্ছেন [হো]
পুরাঘটিত বর্তমান	হইয়াছি [হো]	হইয়াছ [হো]	হইয়াছিস [হো]	হইয়াছেন [হো]	হইয়াছে [হো]	হইয়াছেন [হো]
	হয়েছি [হো]	হয়েছ [হো]	হয়েছিস [হো]	হয়েছেন [হো]	হয়েছে [হো]	হয়েছেন [হো]
সাধারণ অতীত	হইলাম [হো]	হইলে [হো]	হইলি [হো]	হইলেন [হো]	হইল [হো]	হইলেন [হো]
	হলাম [হো]	হলে [হো]	হলি [হো]	হলেন [হো]	হল [হো]	হলেন [হো]
ঘটমান অতীত	হইতেছিলাম [হো]	হইতেছিলে [হো]	হইতেছিলি [হো]	হইতেছিলেন [হো]	হইতেছিল [হো]	হইতেছিলেন [হো]
	হচ্ছিলাম [হো]	হচ্ছিলে [হো]	হচ্ছিলি [হো]	হচ্ছিলেন [হো]	হচ্ছিল [হো]	হচ্ছিলেন [হো]
পুরাঘটিত অতীত	হইয়াছিলাম [হো]	হইয়াছিলে [হো]	হইয়াছিলি(স) [হো]	হইয়াছিলেন [হো]	হইয়াছিল [হো]	হইয়াছিলেন [হো]
	হয়েছিলাম [হো]	হয়েছিলে [হো]	হয়েছিলি(স) [হো]	হয়েছিলেন [হো]	হয়েছিল [হো]	হয়েছিলেন [হো]
নিত্যবৃত্ত অতীত	হইতাম [হো]	হইতে [হো]	হইতি(স) [হো]	হইতেন [হো]	হইত [হো]	হইতেন [হো]
	হতাম [হো]	হতে [হো]	হতি(স) [হো]	হতেন [হো]	হত [হো]	হতেন [হো]
ভবিষ্যৎ	হইব [হো]	হইবে [হো]	হইবি [হো]	হইবেন [হো]	হইবে [হো]	হইবেন [হো]
	হব	হবে	হবি [হো]	হবেন	হবে	হবেন
বর্তমান অনুজ্ঞা		হও	হ	হউন [হো]	হউক [হো]	

		হও	হ	হোন [হো]	হোক [হো]	
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা		হইয়ো [হো]	হইস [হো]	হইবেন [হো]		
		হোয়ো [হো]	হোস [হো]	হবেন		
অসমাপিকা	হইতে (সাধু) / হতে (চলিত), হইয়া (সাধু) / হয়ে (চলিত), হইলে (সাধু) / হলে (চলিত) / উচ্চারণ সর্বত্র [হো]					

√হ-আদি গণীয় ধাতু: এই গণে কেবল √হ-ধাতু, কিন্তু এর গুরুত্ব এই যে এই ধাতু নিরীক্ষণে একমাত্রিক স্বরান্ত (open syllable) ধাতুর বেশ কিছু রূপধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নজরে আসে।

আমাদের প্রস্তাবিত লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ক্রিয়াপদের অংশাদি (morphemes) বিশ্লেষণ করা। সেই কাজটি বেশ কয়েকটি ধাতুর রূপগুলো দেখার পরে আমরা করতে চাই, কারণ তখন অনেক বেশি উপাত্ত আমাদের হাতে জমা হবে। কিন্তু ধ্বনি পরিবর্তন/উচ্চারণ ও ধ্বনি বিবর্তন (সাধু-চলিতের নিরিখে) আমরা এখনই একটু দেখে নেব।

√হ-ধাতুর ধ্বনিতত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য বস্তু তিনটি – উচ্চারণ যা আছে; উচ্চারণের ধ্বনিগত কারণ; এক উপভাষা থেকে অন্য উপভাষা উদ্ভবের (সাধু থেকে চলিতের) ধ্বনিতত্ত্ব।

উচ্চ/নিম্ন স্বরের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী স্বর যথাক্রমে এক ধাপ উঠে যাচ্ছে বা নেমে যাচ্ছে এই ঘটনা বাংলা উচ্চারণের সব এলাকাতেই অনবরত ঘটে চলেছে। স্বরের সাম্য রক্ষার এই প্রক্রিয়ার নাম স্বরসঙ্গতি (vowel harmony) বা স্বরোচ্চতাসাম্য (vowel height assimilation)। আরও দেখা যায়, পূর্ণস্বর শক্তি হারিয়ে প্রথমে অর্ধস্বরে পরিণত হল ও শেষে লুপ্ত হল এমন প্রক্রিয়া। আমাদের আলোচ্য ক্রিয়াপদগুলোর উচ্চারণেও সেই প্রক্রিয়া খুঁজে পাব। এবং ধ্বনিপরিবর্তনকে দেখানো হবে 'প্রেক্ষাপট'-এ বর্ণিত স্বলক্ষণ তত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী। ধ্বনিগত যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নজরে আসবে তা এই -

অ → ও/ ই-লোপ - (১) সাধুরীতি - বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত শ্রেণিতে যেখানে যেখানে ধাতুর অ-কারের পরে ই-কার আছে সেখানে অ-কারের উচ্চারণ ও-কার। উচ্চারণ হোই, হোইতেছে, হোইয়াছিল, হোইবে। [অ] → [ও] / --- [ই] (স্বরসঙ্গতি/স্বরোচ্চতাসাম্য)। (২) চলিতরীতি – বর্তমান ও অতীত কালের সমস্ত শ্রেণিতে যেখানে সাধুরূপের ই-কার লুপ্ত হয়েছে সেখানেও [অ] → [ও] / --- [ই] (সাধুরূপ) → [ও] / --- [ϕ] (চলিতরূপ); উচ্চারণ হোচ্ছি, হোলো ইত্যাদি। (৩) ভবিষ্যৎ কালে একমাত্র হবি-রূপের উচ্চারণে ও-কার, হোবি।

অ-কার অপরিবর্তিত - (৪) [অ] + [এ], [অ] + [ও] থাকলে অ-কারের পরিবর্তন হবে না – হয়, হয়েন/হন, হও উচ্চারণে অ-ধ্বনি রক্ষিত হবে। (৫) *** ভবিষ্যৎ কালে উচ্চারণে হোইবে সাধু, অথচ চলিত হবে, হবেন-এর উচ্চারণে হ, অ-ধ্বনি অপরিবর্তিত; যদিও, হবি-র উচ্চারণ হোবি (পূর্বে ৩ দ্রষ্টব্য)। - এটা বিশেষ লক্ষণীয়। এই আপাতবৈষম্যের কারণ হয়তো দু'টি ভিন্ন স্তরে দু'রকমের স্বর পরিবর্তন – হইবে/উচ্চারণ হোইবে → হোই্বে (অর্ধস্বরীভবন) → হোবে, এটা প্রথম স্তর। হোবে

এখনও কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় পাওয়া যায়। তারপর দ্বিতীয় স্তরে হোবে → হবে, যা মান্য চলিত বাংলার রূপ। যে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে হোবে উচ্চারণ রয়ে গেল সেখানে আর দ্বিতীয় স্তরের পরিবর্তনটা ঘটল না। হইবি/উচ্চারণ হোইবি থেকে হবি-র উচ্চারণ হোবি রয়ে গেল কারণ ঊর্ধ্বস্বর ই-এর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় স্তরের পরিবর্তনের কোনো সুযোগ রইল না। এই দ্বিস্তর পরিবর্তন হওয়া না-হওয়ার প্রশ্নেও আমরা মনোযোগ দেব।

ই/উ/এ-লোপ – সাধু থেকে চলিতে বিবর্তনে /ই/-লোপ হচ্ছে সর্বত্র। এ-লোপের দৃষ্টান্ত হয়েন → হন। /উ/-লোপ হউক → হোক, হউন → হোন।

এ-এর অর্ধস্বরীভবন – হএ → হয় রূপে আসলে এই অর্ধস্বরীভূত /এ/, যার বর্ণরূপ য়।

ব্যঞ্জনের সমীভবন - ঘটমান কালে বর্তমান ও অতীত দুই রূপেই আমরা পাই হইতেছে → হচ্ছে, হইতেছিল → হচ্ছিল। অথচ, ধাতুটি যদি স্বরান্ত না হয় তাহলে আমরা পাব, করিতেছে → করছে, করিতেছিল → করছিল। সুতরাং স্বরান্ত ধাতুতে [ত্] → [চ্] / --- [ছ্] এই ব্যঞ্জনসাম্যটা ঘটছে [ছ্]-এর প্রতিবেশে।

ধ্বনির বিবর্তন (সাধু-চলিতের সম্পর্ক):
দেখতে পাব সাধু রূপের ওপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে চলিত রূপ বিকশিত হচ্ছে –

- (১) স্বরসঙ্গতি/স্বরোচ্চতাসাম্য;
- (২) (অর্ধস্বরীভবন) → স্বরলোপ;
- (৩) ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন, ব্যঞ্জনের সমীভবন।

নিচের [i] ও [ii]-এ স্বরসঙ্গতি + (অর্ধস্বরীভবন)/স্বরলোপ, কিন্তু [i]-এর তুলনায় [ii]-এর প্রক্রিয়া জটিলতর। [iii]-এ স্বরসঙ্গতি + (অর্ধস্বরীভবন)/স্বরলোপ + ব্যঞ্জনের সমীভবন। -

[i] (বানান) হইস → (উচ্চারণ) হোইস্ [স্বরসঙ্গতি] → হোই্স্ [অর্ধস্বরীভবন] → হোস্ [অর্ধস্বর ই্ লোপ]: এখানে স্বরসঙ্গতির ক্রিয়া একমুখী, অর্থাৎ পূর্বস্বরের পরিবর্তন ঘটানো। এইভাবেই হইল → হল, হইত → হত, হউন → হোন ইত্যাদি।

[ii] এখানে স্বরসঙ্গতি দ্বিমুখী (পূর্ব ও পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে) এবং সেই সঙ্গে মূল কারণের লোপ হচ্ছে। (বানান) হইয়াছে → হোইয়াছে [স্বরসঙ্গতি] → হোই্য়েছে (স্বরসঙ্গতি + /ই/-এর অর্ধস্বরীভবন) → হোয়েছে [অর্ধস্বর ই্ লোপ] / হয়েছে (বানান)।

[iii] স্বরসঙ্গতি, স্বরলোপ ও ব্যঞ্জনের সমীভবন – (বানান) হইতেছে → (উচ্চারণ) হোইতেছে [স্বরসঙ্গতি] → হোই্ত্ছে [ই-এর অর্ধস্বরীভবন, এ-লোপ] → হোত্ছে [অর্ধস্বর ই্ লোপ] → হোচ্ছে ([ত্] → [চ্] / --- [ছ্]), ব্যঞ্জনসাম্য) / হচ্ছে (বানান)।

স্বলক্ষণ (distinctive feature) প্রকরণ:

ওপরে বর্ণিত ধ্বনিগত ঘটনাগুলোর ভিতরে যেতে হলে তাদের distinctive feature অর্থাৎ **স্বলক্ষণ** ও প্রতিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই সূত্রে 'প্রেক্ষাপট'-এ বিবৃত স্বলক্ষণ তত্ত্বের উপস্থাপনা পদ্ধতি চিহ্নাদি সহ আমরা ব্যবহার করব।

(১) হই → উচ্চারণ হোই

এই পরিবর্তনটা গোড়াতেই আলোচনা করা দরকার কারণ হই → হোই এটা ক্রিয়ার প্রায় যাবতীয় রূপের মধ্যে একটা ধ্বনিগত বদলের একক হিসেবে বিরাজ করছে। এখানে স্বরোচ্চতাসাম্য/স্বরসঙ্গতি [অ] → [ও] / --- [ই] দেখানো হচ্ছে স্বলক্ষণ ও প্রতিবেশের নিরিখে।

$$\begin{bmatrix} \text{অ} \\ -high \\ +back \\ +low \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{ও} \\ -high \\ +back \\ -low \end{bmatrix} / __ \begin{bmatrix} \text{ই} \\ +high \\ -back \\ -low \end{bmatrix}$$

এই উপস্থাপনায় দেখা যাচ্ছে /অ/-ধ্বনি /ও/-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হচ্ছে; প্রতিবেশী (পরবর্তী) /ই/-ধ্বনির প্রভাবে। /অ/-এর স্বলক্ষণ [+low] (বা [–high]), অর্থাৎ সে নিম্নস্বর, এবং [+back], পশ্চাৎ স্বর। প্রতিবেশী /ই/-এর স্বলক্ষণ [+high] (উচ্চস্বর), [-back] (সম্মুখ স্বর)। /ই/-এর [+high]-এর প্রভাবে /অ/ [+low] থেকে উঠে এল [–high, -low] স্থানে, অর্থাৎ সে না উচ্চ না নিম্ন, মানে মধ্যস্বর /ও/ হয়ে গেল।

যেটা স্বরসঙ্গতি নামক তত্ত্বাংশের সূত্রে একটা ফর্মুলার মতো জানা ছিল, অর্থাৎ /অ/ কোন্ প্রতিবেশে এক ধাপ উঠে /ও/ হয়ে যায়, সেটার গূঢ়তর কারণ এইভাবে স্বলক্ষণের নিরিখে বোঝা গেল।

(২) হইয়াছে → হয়েছে/উচ্চারণ হোয়েছে

ধ্বনি পরিবর্তন ১: হইয়াছে → উচ্চারণ হোইয়াছে (স্বরোচ্চতাসাম্য, [অ] → [ও] / --- [ই])

$$\begin{bmatrix} \text{অ} \\ -high \\ +back \\ +low \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{ও} \\ -high \\ +back \\ -low \end{bmatrix} / __ \begin{bmatrix} \text{ই} \\ +high \\ -back \\ -low \end{bmatrix}$$ পূর্বে [(১) অংশে] আলোচিত

ধ্বনি পরিবর্তন ২: হোইয়াছে → হোইএছে/(ইয়া/ই + আ → ই + এ; [আ] → [এ] / [ই] ---) স্বরোচ্চতাসাম্য

$$\begin{bmatrix} \text{আ} \\ -high \\ +back \\ +low \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{এ} \\ -high \\ -back \\ -low \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} \text{ই} \\ +high \\ -back \\ -low \end{bmatrix} __$$

এখানে প্রতিবেশী পূর্ববর্তী /ই/-এর স্বলক্ষণ [+high] (উচ্চ), [–back] (সম্মুখ) ও [–low] (নিম্ন)-এর টানে পরবর্তী /আ/ হয়ে উঠছে [-high, -back, -low], অর্থাৎ মধ্য ও সম্মুখ স্বর /এ/।

ধ্বনি পরিবর্তন ৩: হোইএছে → হোই্এছে/ই-এর অর্ধস্বরীভবন

$$\begin{bmatrix} \text{ই} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{ই̯} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{এ} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(stressed)}$$

এখানে একটি নতুন factor যুক্ত হল, সেটি stress বা শ্বাসাঘাত। হোইএছি শব্দে শ্বাসাঘাতের ক্রম এইরকম – [হো] stressed – [ই] unstressed – [এছ্] stressed – [এ] unstressed; (এর মধ্যে হো-তে primary stress, এছ্-এ secondary stress, এরকম বলা যায়।) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুই stressed পূর্ণস্বর /ও/ আর /এ/-এর মধ্যবর্তী unstressed পূর্ণস্বর /ই/ অর্ধস্বর [ই্]-তে পরিণত হচ্ছে।

ধ্বনি পরিবর্তন ৪: হোই্এছে → হোএছে (হয়েছে)/অর্ধস্বর ই্-এর লোপ

$$\begin{bmatrix} \text{ই্} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \phi \text{ (লুপ্তি)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) _ \begin{bmatrix} \text{এ} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(stressed)}$$

দুটি stressed স্বরের মধ্যবর্তী অর্ধস্বর [ই্] ক্রমে লুপ্ত হচ্ছে।

এভাবে হইয়াছি থেকে হয়েছি-তে পৌঁছোতে চারটি স্তরে ধ্বনি পরিবর্তন হল বলা চলে। অভিশ্রুতি নামক বর্ণনায় এটাকেই এক ধাপে হইয়াছি > হয়েছি রূপে দেখানো হত।

(৩) হইতেছে → হচ্ছে/উচ্চারণ হোচ্ছে

ধ্বনি পরিবর্তন ১: হইতেছে → উচ্চারণ হোইতেছে (স্বরোচ্চতাসাম্য, [অ] → [ও] / --- [ই])

$$\begin{bmatrix} \text{অ} \\ -high \\ +back \\ +low \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{ও} \\ -high \\ +back \\ -low \end{bmatrix} / _ \begin{bmatrix} \text{ই} \\ +high \\ -back \\ -low \end{bmatrix}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ২: হোইতেছে → হোইত্ছে/এ-স্বর লোপ

হোইতেছে-র মাত্রাবিভাগ: হো–ইত্-এছ্-এ। শ্বাসাঘাতের ক্রম যাই থাক না, /এ/-লোপের মধ্যে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে /এ/-স্বরের আগে ও পরে যথাক্রমে ইত্ মাত্রাটির অন্তে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন /ত্/ ও এছ্-এর অন্তে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন /ছ্/-এর উপস্থিতি। /ত্/ ও /ছ্/ দুইয়েরই স্বলক্ষণ [+consonantal, -continuant]; তাই পরিবর্তনটা হচ্ছে এইরকম –

$$\begin{bmatrix} \text{এ} \\ +syllabic \end{bmatrix} \rightarrow \phi \text{ (এ-লোপ)} / \begin{bmatrix} \text{ত্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} _ \begin{bmatrix} \text{ছ্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} \text{(হোইতেছে → হোইত্ছে)}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ৩: হোইত্ছে → হোইচ্ছে/[ত্] → [চ্] / --- [ছ্]

(/ছ্/ মহাপ্রাণ ধ্বনি, যদিও চমস্কি-হ্যালির SPE প্রণালী মতে [+aspirated] কোনো স্বলক্ষণ নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে মহাপ্রাণতা (aspiration) লক্ষণটি জরুরি কারণ তা ছাড়া এই পরিবর্তনের একটা দিক বোঝানো যাবে না। তাই এই প্রয়োজনে স্বলক্ষণের matrix–এ মহাপ্রাণতাকেও একটি পদ রূপে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম।) /ত্/ /ছ্/ দুই-ই [+consonantal, -continuant], কিন্তু এখানে সেটাই প্রধান নয়। [ত্]-এর অন্যান্য স্বলক্ষণ [–aspirated, –strident, -distributed, -affricate, -labial, +coronal, +anterior, -high]; [ছ্]-এর অন্যান্য স্বলক্ষণ [+aspirated, +strident, +distributed, +affricate, -labial, +coronal, -anterior, +high]; এবং /এ/-স্বর লুপ্তির পরে হো-ইত্-ছে এই মাত্রাভাগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং /ছ্/-এর প্রতিবেশে /ত্/-এর পরিবর্তন হচ্ছে নিম্নরূপ।

$$\begin{bmatrix} \text{ত্} \\ -aspirated \\ -strident \\ -distributed \\ -affricate \\ -labial \\ +coronal \\ +anterior \\ -high \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{চ্} \\ -aspirated \\ +strident \\ +distributed \\ +affricate \\ -labial \\ +coronal \\ -anterior \\ +high \end{bmatrix} / - \begin{bmatrix} \text{ছ্} \\ +aspirated \\ +strident \\ +distributed \\ +affricate \\ -labial \\ +coronal \\ -anterior \\ +high \end{bmatrix}$$

এই ব্যঞ্জন পরিবর্তনটি সংস্কৃত/বাংলায় সন্ধির নিয়মের সূত্রে আমাদের অপরিচিত নয় (যেমন, চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি)। /ত্/ ও /ছ্/-এর মধ্যে প্রধান মিল তারা দুই-ই [–labial] স্বলক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ তারা কেউই ওষ্ঠ্য ধ্বনি নয়; এবং তারা দুই-ই [+coronal], অর্থাৎ তাদের উচ্চারণকালে মুখবিবরের ঊর্ধ্বভাগে জিহ্বার স্পর্শ। ঠোঁট ও জিভের স্পর্শস্থান সংক্রান্ত স্বলক্ষণ বদলে যাবার মতো ব্যাপার নয়। তাই এ দুটো মিল থেকে শুরু হল প্রভাবের ক্রিয়া। /ত্/ ছিল একটি বিন্দুতে স্পর্শ [-distributed], সে পেল /ছ্/–এর মতো দীর্ঘতর স্পর্শস্থান [+distributed]। এইরকম প্রক্রিয়ায় /ত্/ পেল /ছ্/-এর বাকি সব স্বলক্ষণ, কেবল মহাপ্রাণতার লক্ষণটা, [+aspirated], প্রাপ্ত হল না। সে [ছ্, +aspirated] না হয়ে [চ্, -aspirated] হয়ে রইল তার কারণ দুটি মহাপ্রাণ [+aspirated] পাশাপাশি সহাবস্থান করতে পারে না। [ছ্]-এর বদলে [চ্] থাকলেও [ত্] সেই [চ]-তেই পরিণত হত; এর দৃষ্টান্তও সংস্কৃত/বাংলায় অলভ্য নয় (যেমন, সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র)।

ধ্বনি পরিবর্তন ৪: হোইচ্ছে → হোই্চ্ছে/ই-এর অর্ধস্বরীভবন

$$\begin{bmatrix} \text{ই} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{ই্} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{চ্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix}$$

পূর্ণস্বর [ই, +syllabic] unstressed; তার আগে আছে stressed পূর্ণস্বর /ও/, পরে আছে স্পৃষ্ট ধ্বনি /চ্/। এই প্রতিবেশে পূর্ণস্বর /ই/ পরিণত হল অর্ধস্বরে [-syllabic]। চূড়ান্ত লুপ্তির দিকে সে এক পা এগিয়ে রইল।

ধ্বনি পরিবর্তন ৫: হোই্চ্ছে → হোচ্ছে (হচ্ছে)/অর্ধস্বর ই্-এর লোপ

$$\begin{bmatrix} \text{ই্} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \phi \text{ (ই্-লোপ)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{চ্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix}$$

এইভাবে পাঁচটি স্তরের ভিতর দিয়ে হইতেছে থেকে হচ্ছে রূপে পৌঁছোনো গেল।

(৪) /ই/-লোপ, সর্বত্র এবং হইয়ো → হোয়ো; /এ/-লোপ, হয়েন → হন; /উ/-লোপ, হউক → হোক, হউন → হোন

/ই/-লোপের কারণ আমরা ওপরের (২) ও (৩) সংখ্যক আলোচনায় যথাক্রমে হোইএছি → হোই্এছি → হোএছি (হয়েছি), ও হোইচ্ছে → হোই্চ্ছে → হোচ্ছে (হচ্ছে) সূত্রে বিশ্লেষণ করেছি। দুটোতেই stress বা শ্বাসাঘাতের ক্রিয়া - শব্দের প্রথম stressed মাত্রা ও তৃতীয় stressed মাত্রার মধ্যবর্তী দ্বিতীয় unstressed /ই/ প্রথমে অর্ধস্বরীভূত [-syllabic] ও অবশেষে লুপ্ত (ϕ) হয়েছে। এটা হইয়ো → হোয়ো এই ক্ষেত্রে খাটছে। হয়েন → হন, হউক → হোক, হউন → হোন, এই ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিবেশটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এখানে প্রত্যেকটিই ব্যঞ্জনান্ত [+consonantal] দ্বিমাত্রিক শব্দ, ও stress–এর পরম্পরা (stressed) – (unstressed)। কিন্তু আগের উদাহরণগুলোর মতো একই ভাবে unstressed /এ/ বা /উ/ পূর্ণস্বর প্রথমে অর্ধস্বরীভূত ও শেষে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

(৫) হইবে/উচ্চারণ হোইবে → হবে/উচ্চারণ হ-বে

ধ্বনি পরিবর্তন ১: হইবে → উচ্চারণ হোইবে (স্বরোচ্চতাসাম্য, অ + ই → ও + ই)

$$\begin{bmatrix} \text{অ} \\ -high \\ +back \\ +low \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{ও} \\ -high \\ +back \\ -low \end{bmatrix} / __ \begin{bmatrix} \text{ই} \\ +high \\ -back \\ -low \end{bmatrix}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ২: হোইবে → হোই্বে/ই-এর অর্ধস্বরীভবন

$$\begin{bmatrix} \text{ই} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{ই̯} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{ব্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix}$$

আগে stressed পূর্ণস্বর /ও/, পরে স্পৃষ্ট ধ্বনি [ব্, +consonantal, -continuant]-এর মাঝখানে unstressed পূর্ণস্বর [ই, +syllabic] পরিণত হল অর্ধস্বরে, [ই̯, -syllabic]। সে লুপ্ত হওয়ার মুখে এসে পৌঁছোল।

ধ্বনি পরিবর্তন ৩: হোই্বে → উচ্চারণ *হোবে/অর্ধস্বর ই̯-এর লোপ

$$\begin{bmatrix} \text{ই̯} \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \rightarrow \phi \text{ (ই̯-লোপ)} / \begin{bmatrix} \text{ও} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{ব্} \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix}$$

এই *হোবে (অনিশ্চিত/আঞ্চলিক বোঝাতে * চিহ্ন) উচ্চারণ মান্য চলিত বাংলায় না পাওয়া গেলেও কোনো কোনো ঔপভাষিক/আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতিতে পাওয়া যায়।

ধ্বনি পরিবর্তন ৪: উচ্চারণ হোবে → উচ্চারণ 'হবে' ([ও] → [অ])

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করি অনুরূপ নানা শব্দে কী ঘটছে। দেখতে পাই, কবে (ক্রিয়া/অব্যয়), যবে, রবে (ক্রিয়া/বিশেষ্য), লবে (ক্রিয়া), সবে সকল ক্ষেত্রেই উচ্চারণে আদ্যস্বর /অ/। অন্যদিকে, সমরূপী ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর (বব্ গোত্রের) ক্রিয়ায়, করবে, ঘটবে ইত্যাদিতে, উচ্চারিত আদ্যস্বর কিন্তু /ও/। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, হবে-র সঙ্গে করবে, ঘটবে ইত্যাদির তফাত ধাতুর স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত মাত্রার (open syllable ও closed syllable) তফাত। প্রথম ক্ষেত্রে open syllable + /এ/, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে closed syllable + /এ/। তাই দু'রকমের পরিণতি। বলা বাহুল্য, এটা কী ঘটছে তার বিবৃতি মাত্র, কোনো সন্তোষজনক ধ্বনিতাত্ত্বিক মীমাংসা নয়। নিচে স্বলক্ষণের একটা অসম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া গেল, কিন্তু প্রতিবেশের দিকটা অনিরূপিত রাখতে হল।

$$\begin{bmatrix} \text{ও} \\ -high \\ +back \\ -low \\ +tense \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{অ} \\ -high \\ +back \\ +low \\ -tense \end{bmatrix}$$

(৬) হএ → হএ্ / বানান হয় (/এ/-এর অর্ধস্বরীভবন)

$$\begin{bmatrix} \text{এ} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(unstressed)} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{এ̯} \\ -syllabic \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} \text{অ} \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{(stressed)} __$$

এখানেও শ্বাসাঘাত বা stress–ই নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হএ শব্দটির দু'টি মাত্রাই স্বরান্ত, open syllable + open syllable, তার প্রথমটি বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী stressed, পরেরটা বা অন্তিমটা unstressed - তার ফলে অন্তিম স্বর অর্ধস্বরীভূত হচ্ছে। (এখানে প্রথম মাত্রাটি ব্যঞ্জনান্ত বা closed syllable হলে এই অর্ধস্বরীভবন ঘটত না, যা √কর্-ধাতুর ক্ষেত্রে দেখা যাবে।)

১০.১.২ গণ ২: একমাত্রিক বব্/বব্ব্/ব্বব্ গোত্রের: √কর্-আদি ধাতু

এই ধাতুর পূর্ণাঙ্গ রূপ আগে প্রদর্শিত হয়েছে (সারণি ৪ক)। গঠন ও ধ্বনিতন্ত্রে √হ-ধাতুর সঙ্গে সাদৃশ্যই বেশি। সাদৃশ্যের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, √হ-ধাতুর আদলে সেগুলো বুঝে নিলেই চলবে। আমরা পার্থক্যগুলোতেই বেশি আগ্রহী। √হ-ধাতুর যে রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম √কর্-আদি ধাতুর কেবল সেই সেই রূপগুলো সারণির আকারে নিচে সাজিয়ে দিলাম। বন্ধনীতে রইল ধাতুর স্বরধ্বনির নির্দেশ।

সারণি ১০খ

সাধু	করি [কো]	করিয়াছে [কো]	করিতেছে [কো]	করেন [ক] / করুন [কো]	করিবে [কো]	করে [ক]
চলিত	করি [কো]	করেছে [কো]	করছে [কো]	করেন [ক] / করুন [কো]	করবে [কো]	করে [ক]

√কর্-আদি গণীয় ধাতু:
বাংলাভাষায় নানা ক্রিয়াপদের রূপের ওপর ধাতুমূল শনাক্ত করবার পদ্ধতি-১ প্রয়োগ করে আমরা এই গণের অন্যান্য ধাতুগুলোকে চিনতে পারব (যথা, গড়ি = গড়্ + ই, ধাতু √গড়্)। এইভাবে -
কম্*, খস্, *ঘট্, গড়্, *গর্জ্, গল্, ঘষ্, চল্, চট্, চড়্, জম্, জ্বল্, *জন্ম্, ঝর্, *টক্, টল্, ডল্, ঢল্, *দগ্ধ্, দম্, ধর্, নড়্, নম্, পর্, পড়্, পট্, *ফল্, বক্, বখ্, বট্, *বন্, *বর্ত্, বল্, বস্, ভজ্, ভর্, ভ্রম্, মজ্, মর্, মল্, *রট্, লড়্, লভ্, সঁপ্, সর্, হট্, *হর্ ইত্যাদি।
[* তারকাচিহ্নিত ধাতুগুলির অসম্পূর্ণ প্রয়োগ হয় – কমিয়া/কমে/কমিল/কমল ইত্যাদি (কেবল অসমাপিকা ও প্রথম পুরুষে); টকে (অসমাপিকা), ফলে (প্রথম পুরুষ), বখে (অসমাপিকা), *বনে (অসমাপিকা); ইত্যাদি।]

√কর্-ধাতুর ধ্বনিতত্ত্ব

<u>উচ্চারণ:</u> স্বরসঙ্গতি/স্বরোচ্চতাসাম্য √হ-ধাতুর মতোই সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

- /অ/ + /ই/ (বা লুপ্ত /ই/) অথবা /উ/ যেখানেই আছে সর্বত্র অ-কারের /ও/-উচ্চারণ – যথা, করি → কোরি, করিতেছে [কো] → করছে [কোর্ছে], করিয়াছে [কো] → করেছে [কো], করুক/করুন [কো]।
- √হ-ধাতুর সঙ্গে বৈসাদৃশ্য – করিবে → করবে, উচ্চারণ [কোর্বে]
- /অ/ + /অ/, /অ/ + /এ/, /অ/ + /ও/ যেখানে, সেখানে অ-কারের /অ/-ধ্বনি অপরিবর্তিত – যথা, কর, করে, করো।

সাধু-চলিতের সম্পর্ক:

সাধুরূপ থেকে চলিতরূপে বিবর্তনের সময় √কর্-আদি ধাতুর ক্ষেত্রে ঘটছে এই প্রক্রিয়াগুলি –

- (১) স্বরসঙ্গতি
- (২) অর্ধস্বরীভবন ও স্বরলোপ
- (৩) ক্ষেত্রবিশেষে অপিনিহিতি (স্বরধ্বনির এগিয়ে আসা)
- (৪) ব্যঞ্জনলোপ

(১) করি → উচ্চারণ কোরি: এ প্রক্রিয়া √হ-ধাতুর মতো।

(২) করিয়াছে → করেছে/উচ্চারণ কোরেছে: এ প্রক্রিয়ারও চূড়ান্ত ফলটা √হ-ধাতুর হইয়াছে → হয়েছে-র মতো। মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে অপিনিহিতির কারণে পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। ধাপগুলো নিচে দেওয়া হল।

ধ্বনি পরিবর্তন ১: করিয়াছে → উচ্চারণ কোরিয়াছে (স্বরোচ্চতাসাম্য, [অ] → [ও] / --- [ই])

ধ্বনি পরিবর্তন ২: কোরিয়াছে → কোইর্ইয়াছে [অপিনিহিতি]

যা হইয়াছে-র ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি মাত্রাই open syllable হওয়ার কারণে ঘটার সুযোগ ছিল না, তা করিয়াছে [কোর্-ই-আছ্-এ] শব্দে ঘটে গেল – /ই/ স্বরটি এগিয়ে এল ব্যঞ্জন /র্/-এর বেড়া ডিঙিয়ে; আবার সে তার স্বস্থানেও থেকে গেল। উচ্চস্বর /ই/ বা /উ/-এর এই প্রবণতা দেখা যায় শব্দের প্রথম মাত্রা [কোর্]-এর ওপর শ্বাসাঘাতের কারণে। এই প্রক্রিয়ার নাম **অপিনিহিতি**। একটি মাত্রা যদি ব্যঞ্জনান্ত (closed syllable) হয় ও পরের মাত্রার আদিতে (onset) উচ্চস্বর /ই/ বা /উ/ থাকে তাহলে অপিনিহিতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ধ্বনি পরিবর্তন ৩: কোইর্ইয়াছে → কোইর্ইএছে [স্বরোচ্চতাসাম্য, [আ] → [এ] / [ই] ---]
এই পরিবর্তন হোইয়াছে → হোইএছে সদৃশ।
ধ্বনি পরিবর্তন ৪: কোইর্ইএছে → কোইর্ই্এছে [মূল ই্-এর অর্ধস্বরীভবন]

ধ্বনি পরিবর্তন ৫: কোইর্ই্এছে → কোইর্এছে [অর্ধস্বর ই্-এর লোপ]

ধ্বনি পরিবর্তন ৬: কোইর্এছে → কোই্র্এছে [অপিনিহিত ই্-এর অর্ধস্বরীভবন]*

ধ্বনি পরিবর্তন ৭: কোই্র্এছে → কোর্এছে / (বানান) করেছে [অর্ধস্বর ই্-এর লোপ]

এভাবে সাতটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মান্য চলিত বাংলার করেছে রূপটি বিকশিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে করেছে-র ঠিক পূর্ববর্তী রূপটি কোই্রএছে (* চিহ্নিত) বাংলার অন্য উপভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। আদি রূপ থেকে ধ্বনিগত বিবর্তন সেই উপভাষায় ওইখানে এসে শেষ হয়েছে। এই রূপ ও মান্য চলিত বাংলার রূপ দুটোরই সমান্তরাল বিদ্যমানতা ওপরে প্রদর্শিত বিবর্তন পথের সাক্ষ্য বহন করে।

(৩) করিতেছে → করছে/উচ্চারণ কোর্ছে

ধ্বনি পরিবর্তন ১: করিতেছে → উচ্চারণ কোরিতেছে (স্বরোচ্চতাসাম্য, [অ] → [ও] / --- [ই]), যা √হ-ধাতু সদৃশ

ধ্বনি পরিবর্তন ২: কোরিতেছে → কোইর্তেছে [অপিনিহিতি]

ওপরে বর্ণিত কোরিয়াছে → কোইর্ইয়াছে সদৃশ পরিবর্তন; তফাত এই যে /ই/ অপিনিহিত হয়ে এগিয়ে এল, কিন্তু তার আদিস্থানটা দু'টি ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী হওয়াতে সেখানে আর মূল /ই/-টি রইল না। অপিনিহিত স্থানটাই তার একমাত্র স্থান হয়ে গেল।

ধ্বনি পরিবর্তন ৩: কোইর্তেছে → কোইর্ত্ছে / এ-স্বর লোপ

এই /এ/ লোপের প্রক্রিয়া হোইতেছে → হোইত্ছে-এর সমান।

$$\begin{bmatrix} এ \\ +syllabic \end{bmatrix} \rightarrow \phi \text{ (এ-লোপ)} \; / \; \begin{bmatrix} ত্ \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ছ্ \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} \text{ (কোইর্তেছে → কোইর্ত্ছে)}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ৪: কোইর্ত্ছে → কোইর্ছে / ত্-ব্যঞ্জন লোপ

/ই/-এর অপিনিহিতি ও /এ/-লোপের পর মাত্রাবিভাগ দাঁড়িয়েছে [কো-ইর্-(ত্)-ছে]। ত্-কে বন্ধনীর মধ্যে রাখলাম এই জন্যে যে ত্-এর বাস্তবিক আর কোনো স্থান নেই। [ইর্] মাত্রাটির অন্তিম বা coda অংশে /ত্/ থাকতে পারে না কারণ যুক্তব্যঞ্জনান্ত মাত্রা বাংলায় সম্ভব নয়। আবার, ছে বা [ছ্এ] মাত্রার গোড়া বা onset অংশেও /ত্/ থাকতে পারে না কারণ onset অংশে যুক্তব্যঞ্জনের উপস্থিতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বাংলায়। সুতরাং -

$$\begin{bmatrix} ত্ \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} \rightarrow \phi \text{ (ত্-লোপ)} \; / \; \begin{bmatrix} র্ \\ +consonantal \\ +continuant \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ছ্ \\ +consonantal \\ -continuant \end{bmatrix} \text{ (কোইর্ত্ছে → কোইর্ছে)}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ৫: কোইর্ছে → কোই্র্ছে/ই-এর অর্ধস্বরীভবন: √হ-ধাতুতে যেমন।

$$\begin{bmatrix} ই \\ +syllabic \end{bmatrix} \text{ (unstressed)} \rightarrow \begin{bmatrix} ই্ \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{ (unstressed)} \; / \; \begin{bmatrix} ও \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} র্ \\ +consonantal \\ +continuant \end{bmatrix}$$

ধ্বনি পরিবর্তন ৬: কোই্র্ছে → কোর্ছে/ই-এর লোপ: √হ-ধাতুর মতো।

$$\begin{bmatrix} ই্ \\ -syllabic \end{bmatrix} \text{ (unstressed)} \rightarrow \phi \text{ (ই্-লোপ)} \; / \; \begin{bmatrix} ও \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} র্ \\ +consonantal \\ +continuant \end{bmatrix}$$

হইতেছে → হচ্ছে (৫-স্তর পরিবর্তন) আর করিতেছে → করছে (৬-স্তর পরিবর্তন), এদের মধ্যে বিবর্তিত চূড়ান্ত রূপে যে প্রভেদটা দেখা দিল (চ্ছে/ছে) তার প্রাথমিক কারণ হিসেবে বলা যায় open syllable (√হ-ধাতু) ও closed syllable (√কর্-ধাতু)। প্রক্রিয়াগত কারণ অপিনিহিতি ও তার প্রতিবেশ।

১০.১.৩ গণ ৫ একমাত্রিক ব্যঞ্জনান্ত (বাব্-গোত্রের) √কাট্-আদি ধাতু

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের কেবল প্রথম পুরুষের রূপ দেখানো হল।

সারণি ১০গ

	প্রথম পুরুষ				প্রথম পুরুষ	
কাল	সাধু	চলিত	দ্রষ্টব্য	কাল	সাধু	চলিত
সাধারণ বর্তমান	কাটে	কাটে	সাধুর সমান	ভবিষ্যৎ	কাটিবে	কাটবে
ঘটমান বর্তমান	কাটিতেছে	কাটছে	তুঃ করিতেছে/করছে			
পুরাঘটিত বর্তমান	কাটিয়াছে	কেটেছে*	[কা]/[কে], [আ]/[এ]	বর্তমান অনুজ্ঞা	কাটো, কাট্, কাটুন, কাটুক	সাধুর সমান
সাধারণ অতীত	কাটিল	কাটল	তুঃ করল	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	কাটিয়ো, কাটিস, কাটিবেন	কেটো*, কাটিস, কাটবেন
ঘটমান অতীত	কাটিতেছিল	কাটছিল	তুঃ করিতেছিল/করছিল			
পুরাঘটিত অতীত	কাটিয়াছিল	কেটেছিল*	[কা]/[কে], [আ]/[এ]	অসমাপিকা	কাটিতে, কাটিয়া, কাটিলে	কাটতে, কেটে*, কাটলে
নিত্যবৃত্ত অতীত	কাটিত	কাটত	তুঃ করত			

(* চিহ্ন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নির্দেশ করছে।)

√কাট্-আদি গণীয় ধাতু
আঁক্, *আছ্, আঁট্, আন্, *আস্, কাচ্, কাড়্, কাঁদ্, কাঁপ্, কাশ্, খাট্, গাড়্, চাপ্, চাল্, ছাঁক্, ছাঁট্, ছাড়্, ছান্, ছাপ্, জাঁক্, জাগ্, জান্, জ্বাল্, ঝাড়্, ঝাঁপ্, ঝাল্, ঠাস্, ঢাল্, তাত্, থাক্, থাম্, দাগ্, ধার্, নাচ্, নাড়্, নাব্/নাম্, *নাশ্, পাক্, ফাঁদ্, ফাঁপ্, ফাঁস্, বাঁচ্, বাছ্, বাজ্, বাট্/বাঁট্, বাড়্, বাধ্, বাঁধ্, (ভালো)বাস্, ব্যাপ্, ভাগ্, ভাঙ্, ভাজ্, মাজ্, মান্, মাপ্, মার্, যাচ্, রাখ্, রাগ্, রাজ্, রাঁধ্, লাগ্, সাজ্, সাধ্, সার্, হাঁক্, হাঁচ্, হাঁট্, হার্, হাস্।
• তারকাচিহ্নিত ধাতুগুলির অসম্পূর্ণ প্রয়োগ

√কাট্-ধাতুর ধ্বনিতত্ত্ব

এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে ধাতুর অন্তর্গত স্বরধ্বনিটি /অ/ নয়, /আ/। তার ফলে পূর্বে আলোচিত ধাতুগুলিতে /ই/-এর প্রতিবেশে /অ/ যে /ও/-তে পরিণত হচ্ছিল তার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই কারণে √কাট্ ধাতুর লেখ্য রূপে কোনো অস্বচ্ছ বা opaque স্বরসঙ্গতি লুকিয়ে নেই – উচ্চারণ বানানের অনুসারী।

/ই/-এর প্রতিবেশে /আ/ পরিণত হয় /এ/ ধ্বনিতে; তা পাওয়া যাচ্ছে কাটিয়াছে → কেটেছে, কাটিয়াছিল → কেটেছিল, কাটিয়া → কেটে রূপগুলিতে। √কর্-ধাতুর সঙ্গে গভীরে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই – /ই/ তার আগের ও পরের স্বরধ্বনিকে পালটে দিচ্ছে, √কর্-এর ক্ষেত্রে [অ] → [ও] / --- [ই], [আ] → [এ] / [ই] ---, √কাট্-এর ক্ষেত্রে দু'দিকেই [আ] → [এ]; এবং /ই/ অপিনিহিত হচ্ছে। কাটিয়াছে → কেটেছে এই পরিবর্তনে ঠিক কী হচ্ছে তার একটা বিবরণ এখানে পেশ করা গেল।

ধ্বনি পরিবর্তন ১: কাটিয়াছে → কাইট্ইয়াছে [অপিনিহিতি]
ধ্বনি পরিবর্তন ২: কাইট্ইয়াছে → কাইট্ইএছে / স্বরোচ্চতাসাম্য, [আ] → [এ] / [ই] ---
ধ্বনি পরিবর্তন ৩: কাইট্ইএছে → কাইট্ইএছে [মূল ই-এর অর্ধস্বরীভবন]
ধ্বনি পরিবর্তন ৪: কাইট্ইএছে → কাইট্এছে [অর্ধস্বর ই-এর লোপ]
ধ্বনি পরিবর্তন ৫: কাইট্এছে → কেইট্এছে / স্বরোচ্চতাসাম্য, [আ] → [এ] / --- [ই]
ধ্বনি পরিবর্তন ৬: কেইট্এছে → কেইট্এছে [অপিনিহিত ই-এর অর্ধস্বরীভবন]
ধ্বনি পরিবর্তন ৭: কেইট্এছে → কেট্এছে [অর্ধস্বর ই-এর লোপ] / (বানান) কেটেছে

আমরা যদি এখানে কাটিয়া → কেটে এই (অসমাপিকা) অংশটুকু লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব তার প্রথম পর্যায়ের রূপটি কাইট্ইয়া এখনও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় বিদ্যমান। অর্থাৎ, ওই উপভাষায় তার পরে আর ধ্বনি বিবর্তন ঘটে নি।

বিবর্তনের পরিণতি বিভিন্ন উপভাষায় আলাদা, আবার বিবর্তনের ক্রমও আলাদা। হুতোমের উনিশ শতকি কথ্য বাংলায় 'সঙ স্যেজে রঙ কর্ত্তে হল' বাক্যের 'স্যেজে' (সেইজে) রূপ √কাট্-আদি গণীয় √সাজ্-ধাতু থেকে। তাহলে সাজিয়া → স্যেজে এসেছে ওপরের ১-২-৩-৪-৫ এইরকম পরিবর্তন পরম্পরায়। দেখা যায়, অপিনিহিত /ই/ তখনও লুপ্ত হয় নি।

১১. ক্রিয়ার রূপতত্ত্ব (morphology): বিভক্তি প্রকরণ

ধ্বনি প্রকরণের আলোচনায় দেখা গেল, ক্রিয়াপদের ধ্বনিগত আকৃতি কী হবে তা নির্ধারণ করছে তার বিভক্তি অংশ। সেটা স্বাভাবিকও বটে কারণ ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়েই ক্রিয়াপদের উদ্ভব হচ্ছে। বিভক্তি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে – এক, ধাতুর অন্তর্গত ধ্বনিতে; এবং দুই, বিভক্তির নিজের মধ্যেও ধ্বনির পরিবর্তন ঘটছে। আমরা আলোচনা করেছি, ধ্বনি পরিবর্তনের পর্যায় ও তার ক্রম অনুসারে আদি রূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিণতিতে পৌঁছোচ্ছে, নানা উপভাষার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন হল, বিবর্তিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত ক্রিয়ারূপ থেকেই কি আমরা বিভক্তি বিশ্লেষণ করতে পারি? অর্থাৎ, ভাষায় বর্তমানে প্রাপ্য এক গুচ্ছ ক্রিয়ারূপ কি বিভক্তি নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে? আপাতত আমাদের নজর মান্য চলিত বাংলার ওপর। বিভক্তি নির্ণয়ের পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমাদের প্রথমেই বিবেচ্য হওয়া উচিত আমরা কী চাইছি। কোনো সন্দেহ নেই আমরা চাইছি গণ নির্বিশেষে, অর্থাৎ ধাতুর আকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়, এমন এক গুচ্ছ বিভক্তি নির্ধারণ করতে। ধাতু যাই হোক

না কেন, এই বিভক্তিগুলো ক্রিয়ার পরিচিত রূপধ্বনিগত চেহারায় আমাদের পৌঁছে দেবে। কয়েকটি ধাতুর এক গুচ্ছ চলিত রূপ সারণি আকারে সাজিয়ে নিলে আমরা এই প্রশ্নের বিচার করতে পারব।

হয়	হচ্ছে*	হয়েছে	হল	হচ্ছিল*	হয়েছিল	হত	হবে	হোক*	হতে
বয়	বইছে*	বয়েছে	বইল*	বইছিল*	বয়েছিল	বইত*	বইবে*		বইতে*
করে	করছে	করেছে	করল	করছিল	করেছিল	করত	করবে	করুক*	করতে
খায়	খাচ্ছে*	খেয়েছে	খেল	খাচ্ছিল*	খেয়েছিল	খেত	খাবে	খাক	খেতে
গায়	গাইছে*	গেয়েছে	গাইল*	গাইছিল*	গেয়েছিল	গাইত*	গাইবে*	গাক	গাইতে*
কাটে	কাটছে	কেটেছে	কাটল	কাটছিল	কেটেছিল	কাটত	কাটবে	কাটুক*	কাটতে

ওপরে যেখানেই বিভক্তি অংশে কোনো রূপভিন্নতা আছে তাকে তারকাচিহ্নে চিহ্নিত করেছি। সারণিভুক্ত রূপগুলি থেকে বিভক্তি নির্ণয়ের প্রধান সমস্যাই এই রূপভিন্নতা (allomorphy)। বিভক্তিকে কী বলে ধরব – চ্ছে/ইছে/ছে, ল/ইল, ত/ইত, বে/ইবে, ক/উক, তে/ইতে? এমনকি, ধাতু অংশেও কিছু রূপভেদ (allomorphs) দেখা যাচ্ছে – খা/খে।

কেবল রূপভিন্নতা বা allomorphy ছাড়াও অন্য সমস্যা আছে। ধাতুর স্বরধ্বনিগত কিছু পরিবর্তন হচ্ছে – যেমন, হএ্ (হয়), করে, অথচ হোতো, কোর্‌তো। আগের ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে আমরা জানি, [অ] → [ও] এই পরিবর্তন ঘটছে পরবর্তী একটা /ই/-এর প্রভাবে, কিন্তু সেই /ই/ এখানে শব্দের মধ্যে অনুপস্থিত। এগুলি স্বরসঙ্গতির অস্বচ্ছ বা opaque দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, বোইছে-র বেলায় স্বরসঙ্গতির কারণটি বর্তমান। সেটা স্বচ্ছ বা transparent দৃষ্টান্ত।

এই সমস্যাগুলোর যথাযথ নিরসন ক্রিয়ার বর্তমানে প্রাপ্য রূপ দিয়ে, অর্থাৎ এককালিক বা synchronic পদ্ধতি দিয়ে, সম্ভব নয়। ধ্বনির আলোচনায় আমরা দেখেছি এইসব অসমতার উৎস আছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের গভীরে। অতএব, বিভক্তি নির্ণয়ের মূল ভূমি হবে ক্রিয়ার আদি রূপগুলো।

I. √কর্ ধাতুর সাধারণ বর্তমান কালের রূপগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম বিভক্তিগুলো নিম্নরূপ।

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
সাধারণ বর্তমান	ই	অ	ইস	এন	এ	এন
	করি	কর	করিস	করেন	করে	করেন

আমাদের আলোচিত √হ-ধাতু ও √কাট্-ধাতুর সাধারণ বর্তমান কালেও এই বিভক্তিগুচ্ছ প্রযোজ্য।

এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় – (১) বিভক্তিগুলো সাধু-চলিত নিরপেক্ষ, (২) বিভক্তিগুলো কর্তা নির্দেশ করে, (৩) কালবাচক কোনো বিভক্তি নেই, কালের শূন্য বিভক্তি, (৪) মধ্যম পুরুষের আপনি/আপনারা ও প্রথম পুরুষের তিনি/তাঁরা/তাঁহারা দু'ক্ষেত্রেই বিভক্তি সমান, অর্থাৎ বিভক্তির neutralization বা একরূপণ ঘটেছে।

II. ঘটমান বর্তমান কালে ধাতু থেকে বিভক্তি অংশ বিচ্ছেদ করে আমরা পাচ্ছি এইরকম।

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
ঘটমান বর্তমান	ইতেছি	ইতেছ	ইতেছিস	ইতেছেন	ইতেছে	ইতেছেন
	ইতে + (আ)ছ্ + ই	ইতে + (আ)ছ্ + অ	ইতে + (আ)ছ্ + ইস	ইতে + (আ)ছ্ + এন	ইতে + (আ)ছ্ + এ	ইতে + (আ)ছ্ + এন
	করিতেছি	করিতেছ	করিতেছিস	করিতেছেন	করিতেছে	করিতেছেন

এখানে লক্ষ করতে পারি – (১) আগে নির্ণীত পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ এখানেও আছে, (২) পুরুষনিরপেক্ষে দু'টি সমান অংশ সব ক'টি বিভক্তির মধ্যেই আছে – ইতে, (আ)ছ্*, (৩) বিভক্তিগুলির বিশ্লিষ্ট চেহারা – ইতে + (আ)ছ্ + পুরুষবাচক বিভক্তি। [*(আ)ছ্-অংশটি পরে আলোচ্য।]

III. পুরাঘটিত বর্তমানে দেখছি এইরকম।

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
পুরাঘটিত বর্তমান	ইয়াছি	ইয়াছ	ইয়াছিস	ইয়াছেন	ইয়াছে	ইয়াছেন
	ইয়া + আছ্ + ই	ইয়া + আছ্ + অ	ইয়া + আছ্ + ইস	ইয়া + আছ্ + এন	ইয়া + আছ্ + এ	ইয়া + আছ্ + এন
	করিয়াছি	করিয়াছ	করিয়াছিস	করিয়াছেন	করিয়াছে	করিয়াছেন

এখানে লক্ষ করছি – (১) একই পুরুষবাচক বিভক্তিগুলি বিদ্যমান, (২) পুরুষনিরপেক্ষ সমান অংশ – ইয়াছ্, যাকে ইয়া + আছ্ ভাগে ভেঙেছি আপাতত কোনো কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াই।

দেখা গেল, বর্তমান কালের তিনটি প্রকারেই (সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত) পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ (set) একই – {ই, অ,

ইস, এন, এ, এন}। এবং, সাধারণ বর্তমানে শূন্য বিভক্তি, ঘটমান ও পুরাঘটিত কালের যথাক্রমে ইতে + (আ)ছ্, ইয়া + আছ্; দু'ক্ষেত্রেই সমান অংশ ছ্।

IV. সাধারণ অতীত কাল –

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
সাধারণ অতীত	ইলাম	ইলে	ইলি	ইলেন	ইল	ইলেন
	ইল্ + আম	ইল্ + এ	ইল্ + ই	ইল্ + এন	ইল্ + অ	ইল্ + এন
	করিলাম	করিলে	করিলি	করিলেন	করিল	করিলেন

এখানে লক্ষ করা যায় – (১) সাধারণ বর্তমানের মতো বিভক্তি একখণ্ড নয়, দ্বিখণ্ড, (২) পুরুষনিরপেক্ষ অংশ ইল্, (৩) পুরুষসাপেক্ষ অংশগুলি {আম, এ, ই, এন, অ, এন}, অর্থাৎ এগুলোই পুরুষবাচক বিভক্তি।

V. ঘটমান অতীত কাল –

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
ঘটমান অতীত	ইতেছিলাম	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলেন	ইতেছিল	ইতেছিলেন
	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + আম	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + এ	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + ই	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + এন	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + অ	ইতে + (আ)ছ্ + ইল্ + এন
	করিতেছিলাম	করিতেছিলে	করিতেছিলি	করিতেছিলেন	করিতেছিল	করিতেছিলেন

ঘটমান অতীতে দেখা যাচ্ছে – (১) ঘটমান বর্তমানে প্রাপ্ত ইতে ও (আ)ছ্ অংশটি এখানেও আছে, আর সাধারণ অতীতে প্রাপ্ত ইল্ অংশটিও আছে, (২) পুরুষবাচক বিভক্তিগুলি সাধারণ অতীতের সঙ্গে সমান।

VI. পুরাঘটিত অতীত কাল –

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ	প্রথম পুরুষ

	আমি/আমরা	তুমি/তোমরা	তুই/তোরা	আপনি/আপনারা	সে/তারা/তাহারা	তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
পুরাঘটিত অতীত	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলেন	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন
	ইয়া + আছ্ + ইল্ + আম	ইয়া + আছ্ + ইল্ + এ	ইয়া + আছ্ + ইল্ + ই	ইয়া + আছ্ + ইল্ + এন	ইয়া + আছ্ + ইল্ + অ	ইয়া + আছ্ + ইল্ + এন
	করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিলি	করিয়াছিলেন	করিয়াছিল	করিয়াছিলেন

লক্ষণীয় – (১) পুরাঘটিত বর্তমানের ইয়া + আছ্ ও সাধারণ অতীতের ইল্ পুরুষনিরপেক্ষ ভাবে বিদ্যমান, (২) পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ সাধারণ অতীতের সঙ্গে সমান।

VII. নিত্যবৃত্ত অতীত –

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
নিত্যবৃত্ত অতীত	ইতাম	ইতে	ইতি	ইতেন	ইত	ইতেন
	ইত্ + আম	ইত্ + এ	ইত্ + ই	ইত্ + এন	ইত্ + অ	ইত্ + এন
	করিতাম	করিতে	করিতি	করিতেন	করিত	করিতেন

এখানে দেখা যাচ্ছে – (১) ইত্ ও ঘটমান বর্তমান/অতীতে ইতে অংশ তুলনীয়, (২) পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ সাধারণ অতীতের সঙ্গে সমান।

অতীতকালের রূপগুলি থেকে দেখা গেল – পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ কালের চার প্রকারেই {আম, এ, ই, এন, অ, এন}। এবং, ঘটমান ও পুরাঘটিত এই দুই প্রকারেই পুরুষনিরপেক্ষ অংশগুলি, যথাক্রমে ইতে + (আ)ছ্, ইয়া + আছ্, বর্তমানের সেই দুই প্রকারের সঙ্গে অভিন্ন।

VIII. অসমাপিকা –

লক্ষ্যার্থক	পূর্বক্রিয়াসূচক	সাপেক্ষ সংযোজক
ইতে	ইয়া	ইলে
ইত্ + এ		ইল্ + এ

করিতে	করিয়া	করিলে

II, III, V, VI প্রকারগুলিতে (ঘটমান ও পুরাঘটিত) ইতেছ্ ও ইয়াছ্ অংশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এখন অসমাপিকার মধ্যে ইতে এবং ইয়া নির্দেশ করছে ইতেছ্ ও ইয়াছ্-কে আরও ভাঙা যেতে পারে। ইয়াছ্-কে সহজেই ভাঙা যায় ইয়া + আছ্। এই আছ্ কী? আছ্ নিজেই একটা ধাতু, যা থেকে আছে, আছিল > ছিল, ইত্যাদি। সুতরাং, পুরাঘটিত বর্তমান/অতীতের রূপগুলিকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি (অসমাপিকা + সমাপিকা)-র সংযোগ রূপে যা ধ্বনিগত ভাবে একটি শব্দে পরিণত হয়েছে – হইয়াছে : হইয়া + আছে = √হ + ইয়া + √আছ্ + এ, হইয়াছিল = হইয়া + আছিল = √হ + ইয়া + √আছ্ + ইল্ + অ, ইত্যাদি।

ঠিক একই পদ্ধতিতে অসমাপিকার ইতে (= ইত্ + এ) বিভক্তির সাহায্যে আমরা ঘটমান কালের রূপকে সাজাতে পারি - হইতেছে = হইতে + আছে, হইতেছিল = হইতে + আছিল। (পূর্ববঙ্গীয় কোনো কোনো উপভাষায় হইতেয়াছে দুর্লভ নয়।) এখানে /আ/ লুপ্ত হল তার আগে stressed মাত্রা ও পরে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন /ছ্/-এর মাঝখানে পড়ে।

$$\begin{bmatrix} \text{আ} \\ +syllabic \end{bmatrix} (\text{unstressed}) \rightarrow \phi \ (\text{আ-লোপ}) \ / \begin{bmatrix} \text{এ} \\ +syllabic \end{bmatrix} (stressed) - \begin{bmatrix} \text{ছ্} \\ +consonantal \\ +continuant \end{bmatrix}$$

অতএব, হইতেছে : হইতে + আছে = √হ + (ইত্ + এ) + √আছ্ + এ, হইতেছিল = হইতে + আছিল = √হ + (ইত্ + এ) + √আছ্ + ইল্ + অ। এখানেও সেই একটি অসমাপিকা ও সমাপিকার ধ্বনিমিলন।

গঠনগত ভাবে এই বিমিশ্র (দু'টি ক্রিয়া সমন্বিত) গঠনের কারণে অনেক ব্যাকরণকার ঘটমান ও পুরাঘটিতকে 'যৌগিক কাল' নামে উল্লেখ করেছেন।

এর পরে বাকি রইল ভবিষ্যৎ কাল ও অনুজ্ঞার রূপগুলো।

IX. ভবিষ্যৎ কালে দেখা যাচ্ছে –

কাল	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
ভবিষ্যৎ	ইব	ইবে	ইবি	ইবেন	ইবে	ইবেন
	ইব্ + অ	ইব্ + এ	ইব্ + ই	ইব্ + এন	ইব্ + এ	ইব্ + এন
	করিব	করিবে	করিবি	করিবেন	করিবে	করিবেন

X. বর্তমান অনুজ্ঞা –

মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা
ও	শূন্য বিভক্তি	উন
করো	কর্	করুন

XI. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা –

মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা
ইয়ো	ইস	ইবেন
		ইব্ + এন
করিয়ো	করিস	করিবেন

ওপরের পর্যবেক্ষণগুলিকে একটা সারণির আকারে সাজিয়ে নিলে আমরা নিম্নরূপ ছবি পাব। (√হ-ধাতুর সাহায্যে দেখানো হল।)

সারণি ১১ক

	উত্তম পুরুষ আমি/আমরা	মধ্যম পুরুষ তুমি/তোমরা	মধ্যম পুরুষ তুই/তোরা	মধ্যম পুরুষ আপনি/আপনারা	প্রথম পুরুষ সে/তারা/তাহারা	প্রথম পুরুষ তিনি/তাঁরা/তাঁহারা
	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু	সাধু ও চলিত দুই রীতির রূপই প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষের আপনি ও আপনারা-র মতো
সাধারণ বর্তমান	√হ + ই	√হ + ও	√হ + ইস	√হ + এন	√হ + এ	

ঘটমান বর্তমান	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ই	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + অ	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ইস	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + এন	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + এ	
পুরাঘটিত বর্তমান	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ই	√হ + ইয়া + (√আছ্) + অ	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ইস	√হ + ইয়া + (√আছ্) + এন	√হ + ইয়া + (√আছ্) + এ	
সাধারণ অতীত	√হ + ইল্ + আম	√হ + ইল্ + এ	√হ + ইল্ + ই	√হ + ইল্ + এন	√হ + ইল্ + অ	
ঘটমান অতীত	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ইল্ + আম	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ইল্ + এ	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ইল্ + ই	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + এন	√হ + (ইত্ + এ) + (√আছ্) + ইল্ + অ	
পুরাঘটিত অতীত	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ইল্ + আম	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ইল্ + এ	√হ + ইয়া + [√আছ্) + ইল্ + ই(স)	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ইল্ + এন	√হ + ইয়া + (√আছ্) + ইল্ + অ	
নিত্যবৃত্ত অতীত	√হ + ইত্ + আম	√হ + ইত্ + এ	√হ + ইত্ + ই(স)	√হ + ইত্ + এন	√হ + ইত্ + অ	
ভবিষ্যৎ	√হ + ইব্ + অ	√হ + ইব্ + এ	√হ + ইব্ + ই	√হ + ইব্ + এন	√হ + ইব্ + এ	
বর্তমান অনুজ্ঞা		√হ + ও	√হ + শূন্য বিভক্তি	√হ + উন	√হ + উক	
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা		√হ + ইয়ো	√হ + ইস	√হ + ইব্ + এন		
অসমাপিকা	√হ + ইত্ + এ, √হ + ইয়া, √হ + ইল্ + এ					

এই সারণি থেকে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অংশের (morphemes) স্থানগত ও সম্পর্কগত নির্মিতি লক্ষ করলে আমরা পাই –

<u>সিদ্ধ ধাতু</u>

(১) – ক্রিয়াপদের প্রথমেই থাকে ধাতুমূল, অন্তিম অংশে পুরুষবাচক বিভক্তি। এ দু'টি ক্রিয়ার নির্দেশক ভাবে (indicative mood) থাকতেই হবে। তাহলে, ক্রিয়া = ধাতু + (.....) + পুরুষবাচক বিভক্তি।

(২) – পুরুষবাচক বিভক্তি কর্তার সঙ্গে সাযুজ্য (agreement) রক্ষা করে চলে।

(৩) – পুরুষবাচক বিভক্তিগুচ্ছ (set) প্রতিটি কাল ও অনুজ্ঞা ও অসমাপিকার জন্য আলাদা।

(৪) – ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অংশগুলো কাল ও কালের প্রকার নির্দেশ করে। তারা পুরুষনিরপেক্ষ।

(৫) - ধাতুর পরের অংশ কেবল কালের প্রকার নির্দেশ করে, কাল নয়। ইতে ঘটমানের ও ইয়া পুরাঘটিতের সূচক।

(৬) – তার পরের অংশ প্রকারনিরপেক্ষ ও একান্তভাবে কাল নির্দেশ করে। শূন্য বিভক্তি বর্তমানের সব প্রকারের, ইল্ সাধারণ/ঘটমান/পুরাঘটিত অতীতের, ইত্ নিত্যবৃত্ত অতীতের, ইব্ ভবিষ্যতের সূচক।

সাধিত ধাতু

(৭) – সিদ্ধ ধাতু বা নামপদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একটি বিস্তারী অংশ, আ। বাকি লক্ষণ ওপরের (১) – (৬)-এর সঙ্গে অভিন্ন।

অসমাপিকা – (৮) বিভক্তিগুলি পুরুষনিরপেক্ষ কিন্তু প্রকার/কালের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য অথবা অর্থের দূরাগত যোগসূত্র আছে (পরে আলোচিত)।

অনুজ্ঞা – (৯) বিভক্তিগুচ্ছ স্বতন্ত্র।

ওপরে (১) - (৬)-এ আলোচিত অংশগুলির নাম কী হবে? অন্তিম অংশকে যে বিভক্তি বলা হবে তা নিয়ে মতান্তর নেই। যেহেতু এই অংশ পুরুষ নির্দেশ করে তাই এর নাম হতে পারে 'পুরুষ বিভক্তি'। আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্বে 'পুরুষ'-কে 'পক্ষ' বলার প্রস্তাব আছে এবং সেই নাম অনুসারে পক্ষগুলো হল, আমি-পক্ষ (আমি/আমরা, বক্তৃসূচক)), তুমি-পক্ষ (তুমি/তোমরা, শ্রোতৃসূচক), তুই-পক্ষ (তুই/তোরা, শ্রোতৃসূচক), সে-পক্ষ (সে/তারা/তাহারা, অন্যসূচক), মান্য-পক্ষ (তিনি/তারা/তাঁহারা/আপনি/আপনারা)। সেই পরিভাষা অবলম্বন করে আমরা বলব **পক্ষ বিভক্তি**।

কিন্তু মধ্যবর্তী অংশগুলির যথার্থ নাম নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। সংস্কৃত শতৃ শানচ্ ইত্যাদি কৃৎ প্রত্যয়ের আদলে আগেকার ভাষাবিজ্ঞানীরা এদেরকে প্রত্যয় শ্রেণিভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃতে ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হলে সেটা বাক্যে ব্যবহার্য পদ হয়ে ওঠে, বাংলায় ইত্ ইয়া ইল্ প্রভৃতি যুক্ত হলে সেটা পদ হয়ে ওঠে না। সুতরাং প্রত্যয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইত্ ইল্ প্রভৃতিকে প্রত্যয় শ্রেণিভুক্ত করায় কিছু বাধা আছে। অতএব, ইত্ ইল্ জাতীয় অংশকে ইতেছিল/ইয়াছিল ইত্যাদি একাধিক অংশবিশিষ্ট অঙ্গের অংশ বলে দেখা সঙ্গত। এই অঙ্গগুলো তাদের সমস্ত অংশ নিয়ে সামগ্রিক ভাবেই বিভক্তির কাজ করে, তাই তাদের প্রতিটি অংশই কার্যত বিভক্তি। উপরন্তু, বাংলা প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষায় ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত ইত্যাদি যে কালগুলো আছে তা সংস্কৃতে নেই। তাই (৫)-এর প্রকারবাচক অংশকে আমরা **প্রকার বিভক্তি** ও (৬)-এর কালবাচক অংশকে **কাল বিভক্তি** নাম দেব। একই কারণে (৭)-এর অংশটিকে সংস্কৃতের আদলে 'ধাত্ববয়ব প্রত্যয়' না বলে **বিস্তার বিভক্তি** বলব।

তাহলে,

ক্রিয়া = সিদ্ধ ধাতু / নামপদ + (বিস্তার বিভক্তি) + (প্রকার বিভক্তি) + (কাল বিভক্তি) + (পক্ষ বিভক্তি)				
A	(B)	(C)	(D)	(E)

এখানে বন্ধনীভুক্ত বিভক্তিগুলি ঐচ্ছিক, ক্রিয়াবিশেষে তাদের প্রয়োজন হতেও পারে নাও হতে পারে। লক্ষণীয়, এখানে পক্ষ বিভক্তিও বন্ধনীর মধ্যে, তার কারণ অনুজ্ঞায় তুই-পক্ষে কেবল ধাতু + শূন্য বিভক্তি, অর্থাৎ শুধুই A (যথা, কর্, দেখ)।

কী অপূর্ব যুক্তিক্রমে ভাষার ক্রিয়াপদের রূপখণ্ডগুলো (morphemes) সাজানো!

ক্রিয়াপদের A – E অঙ্গবিন্যাসের নানা সম্ভাবনা একবার ফিরে দেখা যাক। প্রথমে সিদ্ধ ধাতুর নিরিখে সাজাচ্ছি; সাধিত ধাতুর জন্য যেকোনো ক্ষেত্রেই A–এর পরে B অংশ যুক্ত হবে।

সিদ্ধ ক্রিয়া	A	AE	ACE	ADE	ACDE
সাধু	কর্	করে/করো	করিতেছে/করিয়াছে	করিল/করিব	করিতেছিল/করিয়াছিল
চলিত	কর্	করে/করো	করছে/করেছে	করল/করব	করছিল/করেছিল

সাধিত ক্রিয়া	AB	ABE	ABCE	ABDE	ABCDE
সাধু	করা	করায়/করাও	করাইতেছে/করাইয়াছে	করাইল/করাইব	করাইতেছিল/করাইয়াছিল
চলিত	করা	করায়/করাও	করাচ্ছে/করিয়েছে	করাল/করাব	করাচ্ছিল/করিয়েছিল

শ্রেণিগত ভাবে বিভক্তিগুচ্ছ সাজালে আমরা পাই –

	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্যবৃত্ত অতীত	অসমাপিকা লক্ষ্যার্থক	অসমাপিকা পূর্বক্রিয়াসূচক	অসমাপিকা সাপেক্ষ সংযোজক	বর্তমান অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
বিস্তার	সর্ব ক্ষেত্রেই 'আ'										
প্রকার				ইতে	ইয়া	ইত্	ইতে	ইয়া	ইলে		
কাল	শূন্য	ইল্	ইব্								
পক্ষ (আমি-, তুমি-, তুই-, মান্য-, সে-)	ই, অ, ইস, এন, এ	আম, এ, ই, এন, অ	অ, এ, ই, এন, এ							ও, শূন্য, উন, উক	ইয়ো, ইস, ইবেন

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মান্য পক্ষের বিভক্তি প্রতিটি কালে ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় একই, এন। এ ছাড়াও ই, অ, এ বিভক্তিকে বিভিন্ন কালে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা বিভিন্ন পক্ষে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে সেটার কোনো তাৎপর্য আছে এমন বলা যাচ্ছে না। যেটা তাৎপর্যবহ মনে হচ্ছে তা হল ইত্ খণ্ডটির নানা স্থানে উপস্থিতি – ইতে (ইত্ + এ) ঘটমান কাল/লক্ষ্যার্থক অসমাপিকা, ইত্ নিত্যবৃত্ত। এই সব ক'টি প্রকারকে এক সূত্রে বাঁধার মতো কোনো অর্থগত লক্ষণ ইত্-এর মধ্যে আছে কি না তা এই বাক্যগুলো লক্ষ করলে আন্দাজ করা যাবে – সে কাজ করিতেছে, কাজ করিতে করিতে দেরি হইয়া গেল, কাজ শেষ করিতে পাঁচটা বাজিল, সে রোজই কাজ করিত। তেমনি, ইয়া খণ্ডটি আছে পুরাঘটিত কাল/পূর্বক্রিয়াসূচক অসমাপিকার মধ্যে। অর্থগত সূত্রেও একটা পূর্বকৃত এমন লক্ষণ হয়তো আছে – কখন ভোর হইয়াছে, অনেক দেরি হইয়া গেল। আবার, ইল্ খণ্ডটি আছে অতীত কাল/সাপেক্ষ সংযোজক অসমাপিকার মধ্যে। অর্থগত সূত্র – বেলা হইল, দশটা বাজিলে আমরা যাত্রা করিলাম। এভাবে বিভক্তির প্রয়োগের মধ্যেও যুক্তির/অর্থের ঐক্যসূত্র যেন চোখে পড়ে।

নঞর্থক বাক্য - বাক্য নঞর্থক হলে বিভক্তিগুচ্ছ একটু অন্যরকম হবে। তখন – (১) পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীত দুইয়েরই নঞর্থক বাক্যের রূপ হবে: সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়া + নাই/নি, যথা করেন নাই/নি, পারি নাই/নি; (২) নিষেধাত্মক অনুজ্ঞায় হবে ভবিষ্যৎ কালের রূপ, যেমন কোরো না, বোলো না। - অর্থাৎ, মোট বিভক্তি সংখ্যা কমে যাবে।

ক্রিয়াপদের একটি সার্বজনীন কাঠামো পাওয়া গেল ক্রিয়া = ধাতু + (বিস্তার বিভক্তি) + (প্রকার বিভক্তি) + (কাল বিভক্তি) + (পক্ষ বিভক্তি) এই সূত্র থেকে। এই A(B)(C)(D)(E) কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাস অর্থের প্রয়োজনে ঘটছে, এবং একেকটি রূপবিন্যাস থেকে একেক রকমের ধ্বনি বিন্যাস/বিবর্তন আরম্ভ হচ্ছে। অবশ্যই নানা বিভক্তির সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বস্তু; ভাষার সাধারণ বক্তা/পাঠক/লেখকের কাজে লাগে সমগ্র set বা বিভক্তিগুচ্ছটাই। ভাষায় অভ্যস্ত হতে হতে এই কাঠামো সম্বন্ধে মানুষের এমন একটি স্বাভাবিক বোধ গড়ে ওঠে যে সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব ক্রিয়াপদ সে তৈরি করে নিতে পারে। যেমন, 'ডুকরে' এই অসমাপিকা ক্রিয়ারূপটির সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত; কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ডুকরাই বা আমি ডুকরোই জাতীয় একটি সমাপিকা রূপ হয়তো অনায়াসে গড়ে নিতে পারি। আবার, যে ধাতুর অস্তিত্বই নেই বাংলাভাষায় তেমন একটি ধাতু থেকেও ক্রিয়া তৈরি হতে পারে কোনো তাৎক্ষণিক তাগিদে। যেমন, কোনো হিন্দীভাষীর মুখে হয়তো শোনা গেল, এবং শোনা যায়ও, 'ওরা শোর মচাচ্ছে' জাতীয় বাক্য। হিন্দী (শোর) মচানা কেমন বাংলা ক্রিয়াপদ হয়ে উঠল। অথবা, আজকাল ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে আমি যার তার সঙ্গে চ্যাটাই না জাতীয় বাক্য। এখানে ইংরেজি *chat* শব্দটি থেকে √চ্যাটা নামক একটি বাংলা ধাতু কোনো অবসরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। হয়তো এ শব্দ বিলীনও হয়ে যাবে সকলের অগোচরে, অথবা থেকে গেলেও ভাষার অভিধানে স্বীকৃত হবে না, কিন্তু এ জাতীয় শব্দনির্মাণ একটি সজীব ভাষায় সর্বক্ষণই চলছে।

(পরের অংশে যাওয়ার জন্যে বিষয়সূচিতে ফিরুন)

(পরবাস ৬৭, জুন ২০১৭)

© 1997 - 2017, Parabaas, Inc. All rights reserved.

[i] শ্রদ্ধালেখমালা সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩

গ্রন্থসূত্র

বাঙ্গালা ভাষা, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯১২
চলন্তিকা, রাজশেখর বসু, ত্রয়োদশ সংস্করণ, এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা-লি, ১৯৮২
ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫
উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বামনদেব চক্রবর্তী, উনবিংশ সংস্করণ, অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৫
শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬
শ্রদ্ধালেখমালা সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩
চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান, পবিত্র সরকার, প্রবন্ধ সংকলন, পুনশ্চ, ২০১৩
The Sound Pattern of English, Noam Chomsky & Morris Halle, Harper & Row Publishers, 1968
Language and Linguistics, John Lyons, Cambridge University Press, 1981
Linguistics, Akmajian, Demers, Farmer, Harnish, Sixth Edition, PHI Learning Pvt Ltd, 2015

© 1997 - 2017, Parabaas, Inc. All rights reserved.